অফিস থেকে ছুটি নিয়ে ঘরে শেষপর্যন্ত একাকী নীরবে সন্দীপ যাদবের সঙ্গে সেপারেশন অ্যানিভার্সারি পালন করতে ব্যর্থ হলাম। আমার আসলে সেকেন্ড শিফট ছিল। অফিসে গেলে ক্যাব আমাকে নিতে আসত সকাল সাড়ে দশটায়। আমি ন'টার সময় বাথরুমের শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে ভাবলাম, একবছর অনেক সময়, এবার পরিবর্তন দরকার, প্রেমের জন্য আর কাউকে নাইবা পেলাম, দু'য়েকটি নতুন বন্ধুর খোঁজ তো করতে পারি যাদের সঙ্গে দেখা হতে পারে, মাঝে মাঝে হ্যাং আউট হতে পারে। স্নান সেরে সাড়ে দশটাতেই আমি টিন্ডারে 'অনামিকা' নামে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে ফেললাম। প্রোফাইলে অন্য মেয়ের ছবি। একরকমের ফেক আই ডি। ফেক 'আই ডি'র মাধ্যমে সত্যিকারে বন্ধু পাওয়ার চেষ্টা। অ্যাকাউন্ট খুলতেই একটি ছেলের কাছ থেকে মেসেজ, "হেলো।"

তার প্রোফাইল চেক করলাম। রচিত ২৫

ওয়ান্না(ওয়ান্ট টু) একচেঞ্জ নাম্বারস অ্যান্ড মিমস ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ আনটিল উই ফাইন্ড ইচ আদার সো ফানি দ্যাট উই ডিসাইড টু হ্যাং আউট।

দাঁড়ি-গোঁফ খুবই সামান্য। তবু দেখতে বেশ। মাথাভর্তি চুল। স্লিম চেহারা। ফর্সা। হাইট কত বোঝা গেল না।

ভাবলাম চলবে। উত্তর টাইপ করি, "হে। প্রোফাইল পিকচারে তোমাকে সিরিয়াল কিলার-এর মত দেখতে লাগছে।"

আরেকটি ছেলের কাছ থেকে মেসেজ, "হাই, সুমিত বোস হিয়ার।"

তার প্রোফাইল চেক করলাম, সুমিত ২৭

ইঞ্জিনিয়ার বাই চান্স, ম্যানেজমেন্ট বাই প্যাশন। ফুডি।

ছেলেটির গাব্লু গাব্লু চেহারা। জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কি খেতে ভালবাস?"

"পিজ্জা...যে কোন খাবার...বড়া পাও ছাড়া।

আরেকটি ছেলের মেসেজ, "হাই অনামিকা?

তারও প্রোফাইল চেক করলাম। পিয়ুস শ্রীবাস্তব ২৬

দিল্লি থেকে পুনেতে এসেছি। ফিটনেস ফ্রিক। পার্টি অ্যানিম্যাল। একসঙ্গে কখনো প্ল্যান করে কফি শপে বসা যেতে পারে। এখানে(টিন্ডারে)আনন্দ, মজা করতে অ্যাকাউন্ট খুলেছি।

আমার মনে হয় যারা এমন লেখে তারা সাধারণত দু'য়েকটি কথার পরেই ও এন এস বা ওয়ান নাইট স্ট্যান্ড-এর দিকে ঝোঁকে। তবু উত্তর দিই, "বলো।" বাতিল যে কোন সময় করা

যেতে পারে। করুক সে ওয়ান নাইট স্ট্যান্ড কিন্তু আমার সঙ্গে না করতে চাইলেই হল। অনুপমও অন্য দু'য়েকটি মেয়ের সঙ্গে ওয়ান নাইট স্ট্যান্ড করেছে কিন্তু সে আমার খুব কাছের বন্ধু। উদার মনের ছেলে অনুপম হ্যাং আউট-এর সময় একসঙ্গে ডিনার অথবা লাঞ্চ করলে কখনো আমাকে বিল পে করতে দিত না। সঞ্চিতের সঙ্গে কলেজ থেকে একবারই হ্যাং আউট করেছিলাম, যেদিন সে আমাকে প্রস্তাব দিয়েছিল। প্রস্তাব দেবে বলেই হয়ত, সে-ই পে করেছিল। সঞ্চিতের মনের কথা সঞ্চিত-ই জানে। লাভ এবং সঞ্জয় ওয়ান ইজ টু ওয়ান হিসেবে চলত। 'ওয়ান ইজ টু ওয়ান'এর অর্থ দু'জন অর্ধেক অর্ধেক পে করা। 'ওয়ান ইজ টু ওয়ান'কে আমরা 'টি টি এম এম'ও বলি। 'টি টি এম এম'-এর পূর্ণ রূপ হল 'তু তেরা ম্যায় মেরা'। 'লাভ'এর সঙ্গে হ্যাং আউট করলে একদিন সে পে করত, অন্যদিন আমি। অথবা সে পে করলে আমি তাকে অর্ধেক টাকা দিয়ে দিতাম। লাভ-এর আমার কাছ থেকে টাকা নেওয়ার তাড়া ছিল না। কখনো দিলেই হল। 'আজ দে, এখন দে' বলে চাইত না। কিন্তু সঞ্জয় টাকা খুব চিনত। টাকা তার এখনই চাই কি চাই। সেটাও আমার সঞ্জয়ের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি না হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। আমাকে মোটেও আকৃষ্ট করতে পারেনি সঞ্জয়।

টিন্ডারের পরের ছেলেটি সাংঘাতিক। সে লিখেছে, হাই অনামিকা, চেক মাই প্রো। আই থিঙ্ক আই উইল বি ইওর বেস্ট ম্যাচ।"

ছেলেটির প্রোফাইলে গেলাম। টেস্টলেস ২৭

লুকিং ফর আ এফ ডব্লু বি(ফ্রেন্ডশিপ উইথ বেনিফিট)। হিয়ার টু ফ্লার্ট সো দ্যাট আওয়ার কনভো(কনভারসেশন) ক্যান বিকাম মিমস। লেট'স গেট ডার্টি। আই ক্যান মেক ইউ ওয়েট উইথ মাই উইট অ্যান্ড ইফ দ্যাট ফেইলস আই হ্যাভ মিমস। মাই হিউমার ইজ অফেনসিভ। মাই ফেস ইজ লাইক মানডে বাট মিমস আর লাইক ফ্রাইডে নাইট। ওয়াকস আর গুড। ওন্ট গেট ইনটু ইউর প্যান্টস অন ফার্স্ট ডেট বাট কিসেস অ্যান্ড লাভ।

মুখে চাপদাঁড়ি, চোখে বেগুনি কাচের চশমা। মাথায় যেন গোল পাকিয়ে যাওয়া একশো কেন্নর সমাবেশ—এমনই চুল। কালো রঙের গেঞ্জি পরে আছে টেস্টলেস। টেস্টলেস-এর প্রোফাইলে চেক করে তাকে হাওয়া করে দিই অর্থাৎ আনম্যাচ করি।

রচিত আমার মেসেজের উত্তর দেয়, "আমার উদ্দেশ্য তাহলে সফল হল। কেননা আমি একটা শর্ট মুভিতে অভিনয় করেছিলাম। ছবিটা সেখান থেকেই নেওয়া।"

"কি নাম মুভির?"

সুমিত বোস লেখে, "চলো, আমরা বিভিন্ন জায়গায় আলাদা আলাদা খাবার টেস্ট করব।"

"পরের মাসে।"

"কেন?"

রচিত তার মুভির লিঙ্ক পাঠায়। দেখি সেটা। তাতে ছেলেটি ট্রান্সজেন্ডারের অভিনয় করেছে। একটি র‍্যাম্পে মেয়ের সাজে হেঁটেছে।

উত্তর দিই, "নট টু সাউন্ড লাইক আ পারভার্ট, কিন্তু র‍্যাম্পে তোমাকে দেখে ভাবলাম তোমার পাগুলো আমার চেয়ে সুন্দর।"

সুমিত বোস আমার কাছ থেকে উত্তর না পেয়ে লেখে, "কি হল?"

আমার কাছে এখন টাকা নেই। "এই মাসে অফিসে কাজের খুব চাপ আছে।"

"ওকে।"

আরেকটি ছেলের মেসেজ, "হাই অনামিকা, আমার নাম রাহুল..."

"আর কিছু লিখ না প্লীজ।"

"কেন তুমি কি আমাকে চেনো?"

আরে, চেনার জন্য সময় চাইছি। আগের 'টেস্টলেস'টা যা খেলা দেখালো! "না না, তোমার প্রোফাইলটা আগে চেক করতে দাও।"

ছেলেটি পাঞ্জাবি। ফর্সা। দেখে মনে হল লম্বাও। পুরো নাম রাহুল লিয়াকত। বয়স ২৬। মধ্যপ্রদেশের একটা স্যাঙ্কচুয়ারিতে কাজ করে। সেখানে একটি কোয়ার্টারে সে একা থাকে।

সুমিত লেখে, "তুমি বই পড়তে ভালবাস।"

"খুউব।"

"কি ধরনের বই তোমার পছন্দ?"

"রোমান্টিক। তোমার?"

"আমার অ্যাকশন স্টোরি।"

রাহুল লিয়াকতকে লিখি, "তুমি কোন স্যাঙ্কচুয়ারিতে কাজ করো?"

"সিঙ্ঘরি ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারি। এখানে চলে এস। আমার সঙ্গে ঘুরে দেখে নেবে।"

কি ছেলে রে বাবা! আলাপ হল কি চলে এস বলে!

রাহুল লেখে, "চিন্তার কিছু নেই। আমার কোয়ার্টারে থাকবে।"

কত মেয়েকে এভাবে কোয়ার্টারে ডেকে তাদের সঙ্গে থেকেছ? "পরের মাসে।"

সুমিত লেখে, "তোমার পেট পছন্দ?"

"খুউব।"

"আমারও। আমার বেড়াল চটকাতে খুব ভাল লাগে।"

"বিমান নগরে একটি 'ক্যাফে' আছে—'হয়ার এলস'। ক্যাফের মালিকের পাঁচটা বেড়াল প্রতিদিন সেখানে বসে থাকে। তাছাড়া ভিজিটরসরাও তাদের পেট নিয়ে আসে। সেখানে চলে যেতে পারো।"

"তাহলে একদিন আমরা প্ল্যান করি?"

"বলেছি তো এমাসে সম্ভব হবে না আমার।"

রচিত লেখে, "কি হল? কি করছ?"

"ব্যস্ত আছি। একটু পরে কথা বলছি।"

আরেকটি নতুন ছেলের কাছ থেকে মেসেজ পাই, "হাই।"

প্রোফাইল চেক করি। উত্তর দেব কিনা ঠিক করার জন্য প্রোফাইল আমাকে চেক করতেই হবে।

আভাস ২৬

"শুধু কথা বলার জন্য কাউকে চাই।"

এরও স্লিম চেহারা। এও ফর্সা। স্ট্রেট বাদামি চুল মাথায়। চোখ দুটো সবুজ। মুখ লম্বাটে। একেও দেখে লম্বাই মনে হল। আমার অনুমান ছেলেটি দেখতে সুদর্শন। তার প্রোফাইলে কেবলমাত্র এই একটি লাইন-ই দেওয়া আছে। সেই এক লাইন পড়েই আমার তাকে বড় বিষণ্ণ মনে হল। বললাম, "হে।"

"কি করছ?"

"অ্যাটাক অন দ্য টাইটানস সিজন ফোর-এর জন্য অপেক্ষা করছি।"

"বাহ্! আমিও ওটা দেখতে ভালবাসি।

সুমিতের মেসেজ, "তুমি মিউজিক পছন্দ করো?"

"খুউব।"

"তুমি কি কোন মিউজিক জনারকে ফলো করো?"

"করতাম এক সময়।"

"কাকে?"

"রক অ্যান্ড মেটাল।"

"আমিও। আমাদের অনেক মিল আছে। তাহলে আমাদের দেখা হতেই পারে।"

"ওহো, বলেছি তো পরের মাসে!"

আভাস জিজ্ঞেস করে, "তোমার নারুটো সিরিজ কেমন লাগে?"

"নারুটো সিরিজ লম্বা বলে আমার পছন্দ নয়।"

"কোথায় থাকো"

"বিমান নগরে," মিথ্যে বলি। "তুমি?"

"আমি পিম্পড়িতে?"

"একা?" ছেলেটিকে হঠাৎ করেই জিজ্ঞেস করে ফেলি।

"না না, বাড়িতে আর সবার সঙ্গে।"

পরিবারে আছে জেনে একটু শান্তি। তাহলে সে 'আমি স্বাধীন, আমার সঙ্গে কয়েকদিন কাটিয়ে যাও, আমি তোমাকে এখানে নিয়ে যাব, সেখানে নিয়ে যাব' ইত্যাদি প্রস্তাবগুলো দেবে না।

"কতদিন পুনেতে রয়েছ?"

"জন্ম থেকে।"

"কোন বোর্ড থেকে স্কুল ফাইনাল করেছ?"

"মহারাষ্ট্র।"

আমিও মহারাষ্ট্র বোর্ড থেকে স্কুল ফাইনাল করেছি। এখনও পর্যন্ত ছেলেটিকে একমাত্র নারুটো ছাড়া বাকি সবকিছুতে যেভাবে চাই সেভাবেই পেয়েছি। বলি, "মহারাষ্ট্র বোর্ডে ক্লাস এইট-এর ইংরেজি সিলেবাসে মন্টমেরেন্সি নামে একটা গল্প ছিল। আমার খুব প্রিয়।"

"আমারও।"

রাহুল লিয়াকত লেখে, "উত্তর দিলে না যে!"

আমি আসলে ওখানে যেতেই চাই না। "ভেবে বলব।"

নিশান্তঃ "তোমার স্কুলের নাম?"

"সেন্ট ক্লেয়ারস গার্লস হাই স্কুল," আরেকটা মিথ্যে। আমি সেন্ট ফেলিক্স-এ পড়েছি। "তোমার স্কুলের নাম?"

"সেন্ট অ্যানড্রেউজ হাই স্কুল। তোমার কলেজ?"

"এম আই টি কোথরুড," আবার মিথ্যে। "তুমি?"

"জি এস পি এম।"

রচিত লেখে, "এখনও ব্যস্ত?"

"হ্যাঁ প্লীজ।"

বাকি সবাইকে ছাটাই করে আমি আভাসকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি।

জিজ্ঞেস করি, "আর ইউ ক্যাট ফিশিং মী?" অর্থাৎ "তোমাকে নিয়ে যে ইনফরমেশন তুমি দিয়েছ সেগুলো সব সত্যি তো?"

"কেন জিজ্ঞেস করছ?"

"ছেলেমেয়েরা অনেক সময় ফেক আই ডি খুলে থাকে।"

"তুমি আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্টটা দেখতে পারো।"

আভাস আমাকে তার ফেসবুক আই ডি দেয়। টিন্ডারে এবং ফেসবুকে একই ব্যক্তির ফটো। তবু ফেসবুকের আভাসকে দেখে আমার আরও ভাল লাগে। কারণ যা টিন্ডারে স্পষ্ট ছিল না তা ফেসবুকে স্পষ্ট হয়েছে। আভাস-এর নানা ফটোতে তার চেহারার এবং সেই মডেলটির চেহারা, যাকে সন্দীপ তার নিজের চেহারা বলে আমাকে চার বছর ধরে ধোঁকা দিয়েছে তার ব্যাপক মিল! কে দিল আমাকে এমন উপহার? ভগবান? নাহ্, ভগবান আমি বিশ্বাস করি না। তাহলে কে দিল? লোকের মুখে শুনেছি, লোকের মুখে জেনেছি আমার মত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অনেকেই আছে যারা বাকি অনেকের মত হিন্দু হয়েও ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর মানে না, যারা মুসলিম হয়েও কোরান-নামাজ পড়ে না, যারা খ্রিস্টান হয়েও যীশু খ্রিস্ট কে জানে না। সেই না মানা, না পড়া, না জানা অনেকের মধ্যে আবার অনেকে বিশেষ কিছু ঘটে যাওয়ার মুহূর্তগুলোতে একদমই বিকারহীন থাকে আবার অনেকে কি করে ঘটল তা নিয়ে ভাবতে চেয়ে মাথা খারাপ করে বসে থাকে। আবার অনেকে পাগল হওয়া থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে চেয়ে কিছু একটা অদৃশ্য শক্তি আছে মেনে শান্ত হয়। আমি আগে কিছুই ভাবতাম না। আজ ভাবছি, সত্যিই কিছু একটা অদৃশ্য শক্তি আছে। মনে মনে বলি, "থ্যাঙ্কস টু অদৃশ্য শক্তি।" মনে ঘূর্ণিঝড় নিয়ে আভাসের টিন্ডারের পেজে আমি শুক্লা-পঞ্চমীর শান্ত, স্নিগ্ধ চাঁদ। আভাসকে তার ফটো দেখার প্রতিক্রিয়া জানাই—ইউ আর হ্যান্ডসাম।